বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়

বিশেষ অডিট রিপোর্ট
২০১১-১২

১ম খন্ড

বৃহৎ করদাতা ইউনিট, মূল্য সংযোজন কর(এলটিইউ-ভ্যাট) কার্যালয়, ঢাকা
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

২০০৭-১০ অর্থ বছরের হিসাব সম্পর্কিত

স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

সূচীপত্র

ক্রমিক নং		বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
১.		কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর প্রত্যয়ন	ক
২.		মহাপরিচালক এর বক্তব্য	খ
৩.		প্রথম অধ্যায়	১
৪.		অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ	৩
৫.		অডিট বিষয়ক তথ্য	৪
৬.		ম্যানেজমেন্ট ইস্যু	৫
৭.		অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ	৫
৮.		অডিটের সুপারিশ	৫
৯.		দ্বিতীয় অধ্যায় : অডিট অনুচ্ছেদসমূহ	৭
১০.	১	প্রকৃত উৎপাদন অপেক্ষা কম উৎপাদন প্রদর্শন করায় রাজস্ব ক্ষতি।	৯
	২	উপকরণের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও নতুন মূল্য ভিত্তি ঘোষণা না করে বর্ধিত মূল্যের উপর রেয়াত গ্রহণ করায় রাজস্ব ক্ষতি।	১০
	৩	অনুমোদিত অপচয় অপেক্ষা অতিরিক্ত অপচয় দেখিয়ে উৎপাদন কম প্রদর্শন করায় রাজস্ব ক্ষতি।	১১
	৪	অনুমোদিত হার অপেক্ষা উপকরণ ব্যবহার বেশী দেখিয়ে অতিরিক্ত রেয়াত গ্রহণ করায় রাজস্ব ক্ষতি।	১২
	৫	উপকরণ ও সংযোজনের মোট মূল্য অপেক্ষা কম মূল্যের উপর সম্পূরক শুল্ক ও ভ্যাট পরিশোধ করায় রাজস্ব ক্ষতি।	১৩
	৬	মূল্য ঘোষণা বহির্ভূত উপকরণের উপর রেয়াত গ্রহণ করায় রাজস্ব ক্ষতি।	১৪
	৭	নির্ধারিত সময়ের পরে বিধি বহির্ভূতভাবে উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করায় রাজস্ব ক্ষতি।	১৫
	৮	কনসালটেন্সি (টেকনিক্যাল নো হাউ) এবং ইজারা বাবদ উৎসে ভ্যাট কর্তন না করায় রাজস্ব ক্ষতি।	১৬
	৯	হোটেল-রেস্তরাঁয় সেবা মূল্যের উপর সম্পূরক শুল্ক এবং তার উপর আরোপিত ভ্যাট কর্তন না করায় রাজস্ব ক্ষতি।	১৭
	১০	কমিশন, ফিস্. ও চার্জেস খাতে প্রকৃত প্রাপ্তি অপেক্ষা কম প্রাপ্তি প্রদর্শন করায় মূসক বাবদ রাজস্ব ক্ষতি।	১৮
	১১	সোনালী ব্যাংক কর্তৃক বিভিন্ন হিসাবের উপর Excise Duty কম প্রদান করায় রাজস্ব ক্ষতি।	২০
	১২	বীমা কোম্পানী কর্তৃক প্রকৃত প্রাপ্তি অপেক্ষা কম প্রিমিয়াম প্রদর্শন করার মাধ্যমে মূসক বাবদ রাজস্ব ক্ষতি।	২২
	১৩	ঢাকা ওয়াসা কর্তৃক পানি ও পয়ঃপ্রণালী বিলের সাথে প্রকৃত আদায়কৃত মূল্য সংযোজন কর অপেক্ষা সরকারি কোষাগারে কম জমা করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।	২৩
	১৪	কর্তনকৃত এক্সাইজ ডিউটি এন্ড ডেভেলাপমেন্ট সারচার্জ এবং আদায়কৃত যমুনা ব্রিজ সারচার্জ সরকারি কোষাগারে জমা না করায় রাজস্ব ক্ষতি।	২৪
	১৫	ব্যাংক কর্তৃক কর অব্যাহতি আয় বেশী প্রদর্শনপূর্বক মূসক পরিহার করায় রাজস্ব ক্ষতি।	২৫
	১৬	৪২ টি প্রতিষ্ঠানের রেকর্ডপত্র নিরীক্ষায় উপস্থাপন করা হয়নি।	২৬
১১.		মহাপরিচালকের স্বাক্ষর	২৬

ক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮, কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এ্যাডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এবং বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এ্যাডিশনাল ফাংশন্স) (এ্যামেন্ডমেন্ট) এ্যাক্ট, ১৯৭৫ অনুযায়ী মহাপরিচালক, স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এ অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

তারিখ ঃ ২৬/১০/১৪২৩ বঙ্গাব্দ / ০৮/০২/২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

স্বাক্ষরিত
মাসুদ আহমেদ
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল

খ

মহাপরিচালকের বক্তব্য

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বৃহৎ করদাতা ইউনিট, মূল্য সংযোজন কর(এলটিইউ ভ্যাট), ঢাকা কার্যালয়ের ২০০৭-০৮ এবং ২০০৮-১০ অর্থ বৎসরের হিসাবের উপর নিরীক্ষা যথাক্রমে ০৭/০৬/২০০৯ হতে ২৯/১২/২০০৯ পর্যন্ত এবং ২৬/০৪/২০১১ থেকে ২৪/১১/২০১১ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে সম্পন্ন করা হয়। নিরীক্ষা সমাপনান্তে মোট ১৬টি অনুচ্ছেদের সাথে জড়িত ৪২৮,০১,৮১,৪৫৫/- (টাকা চারশত আটাশ কোটি এক লক্ষ একাশি হাজার চারশত পঞ্চান্ন মাত্র) টাকা সম্বলিত আলোচ্য অডিট রিপোর্টটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহের হিসাব নমুনায়ণের মাধ্যমে নিরীক্ষা করা হয়েছে। ২০০৭-০৮ এবং ২০০৮-১০ অর্থ বৎসরের নিরীক্ষার অগ্রিম অনুচ্ছেদ যথাক্রমে ০৫/০৭/২০১০ ও ২৮/০৯/২০১২ খ্রিঃ তারিখে ইস্যু করা হয়েছে। ২২/০৯/২০১০ ও ০৪/১১/২০১২খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৭/১২/২০১০ ও ০৩/০১/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারিপত্র জারী করা হয়। সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের যে সকল আর্থিক অনিয়ম এ রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা উল্লিখিত সময়ের সমস্ত কার্যক্রমের আংশিক প্রতিফলন মাত্র। অর্থাৎ এ রিপোর্টের আপত্তি ও মন্তব্য সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের আর্থিক শৃঙ্খলার পূর্ণাঙ্গ চিত্র নয়।

এ রিপোর্টের অন্তর্ভুক্ত অনিয়মগুলি পর্যালোচনা করে প্রতীয়মান হয় যে, নিরীক্ষিত কার্যালয়ের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতা এবং সরকারি বিধি-বিধান পরিপালন না করায় অনিয়মগুলো সংঘটিত হয়েছে যার প্রতি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো। অডিট আপত্তিতে জড়িত অর্থ আদায়ের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ প্রয়োজন। এ ছাড়া প্রতিষ্ঠানের আর্থিক শৃঙ্খলা নিশ্চিতকল্পে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে এ ধরণের অনিয়মের পুনরাবৃত্তি রোধ করাও সম্ভব।

তারিখ ঃ ২৯/০৯/১৪২৩ বঙ্গাব্দ
১২/০১/২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

স্বাক্ষরিত
(মোঃ জাকির হোসেন খোন্দকার)
মহাপরিচালক
স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর

প্রথম অধ্যায়
(অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নম্বর	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা
১.	প্রকৃত উৎপাদন অপেক্ষা কম উৎপাদন প্রদর্শন করায় রাজস্ব ক্ষতি।	৭৫,৮৩,৪৬,৮৫৬/-
২.	উপকরণের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও নতুন করে মূল্য ঘোষণা না দিয়ে বর্ধিত মূল্যের উপর রেয়াত গ্রহণ করায় রাজস্ব ক্ষতি।	৫,০৩,৯৭,৫৫১/-
৩.	অনুমোদিত অপচয় অপেক্ষা অতিরিক্ত অপচয় দেখিয়ে উৎপাদন কম প্রদর্শন করায় রাজস্ব ক্ষতি।	৬,৪৩,৭৪,৯১৮/-
৪.	অনুমোদিত হার অপেক্ষা উপকরণ ব্যবহার বেশী দেখিয়ে অতিরিক্ত রেয়াত গ্রহণ করায় রাজস্ব ক্ষতি।	১,০৩,১২,৭৬৬/-
৫.	উপকরণ ও সংযোজনের মোট মূল্য অপেক্ষা কম মূল্যের উপর সম্পূরক শুল্ক ও ভ্যাট পরিশোধ করায় রাজস্ব ক্ষতি।	১,৫৪,৮৪,২৯৯/-
৬.	মূল্য ঘোষণা বহির্ভূত উপকরণের উপর রেয়াত গ্রহণ করায় রাজস্ব ক্ষতি।	২৬,৭৮,২৮৪/-
৭.	নির্ধারিত সময়ের পরে বিধি বহির্ভূতভাবে উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করায় রাজস্ব ক্ষতি।	৬৫,৯৭,৩৫৬/-
৮.	কনসালটেন্সি (টেকনিক্যাল নো হাউ) এবং ইজারা বাবদ উৎসে ভ্যাট কর্তন না করায় রাজস্ব ক্ষতি।	৬০,৯৫,৬১,০০৯/-
৯.	হোটেল রেস্তরায় সেবা মূল্যের উপর সম্পূরক শুল্ক এবং তার উপর আরোপিত ভ্যাট কর্তন না করায় রাজস্ব ক্ষতি।	২৯,৭৫,৫২,১৮৩/-
১০.	কমিশন, ফিস্ ও চার্জেস খাতে প্রকৃত প্রাপ্তি অপেক্ষা কম প্রাপ্তি প্রদর্শন করায় মূসক বাবদ রাজস্ব ক্ষতি।	৯৮,২২,৪৪,৮৬১/-
১১.	সোনালী ব্যাংক কর্তৃক বিভিন্ন হিসাবের উপর Excise Duty কম প্রদান করায় রাজস্ব ক্ষতি।	৯৪,৪০,২১,৮৯০/-
১২.	বীমা কোম্পানী কর্তৃক প্রকৃত প্রাপ্তি অপেক্ষা কম প্রিমিয়াম প্রদর্শন করার মাধ্যমে মূসক বাবদ রাজস্ব ক্ষতি।	২৯,৬৮,৮৭,১৫১/-
১৩.	ঢাকা ওয়াসা কর্তৃক পানি ও পয়ঃপ্রণালী বিলের সাথে প্রকৃত আদায়কৃত মূল্য সংযোজন কর অপেক্ষা সরকারি কোষাগারে কম জমা করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।	২২,১৫,৩৫,৫৬১/-
১৪.	কর্তনকৃত এক্সাইজ ডিউটি এন্ড ডেভেলপমেন্ট সারচার্জ এবং আদায়কৃত যমুনা ব্রিজ সারচার্জ সরকারি কোষাগারে জমা না করায় রাজস্ব ক্ষতি।	১,৩০,৫৫,০০০/-
১৫.	ব্যাংক কর্তৃক কর অব্যাহতি আয় বেশী প্রদর্শনপূর্বক মূসক পরিহার করায় রাজস্ব ক্ষতি।	৭১,৩১,৭৭০/-
১৬.	৪২ টি প্রতিষ্ঠানের রেকর্ডপত্র নিরীক্ষায় উপস্থাপন করা হয়নি।	--
	সর্বমোট=	৪২৮,০১,৮১,৪৫৫/-

অডিট বিষয়ক তথ্য

নিরীক্ষা অর্থ বৎসর ঃ ২০০৭-২০১০।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান ঃ অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বৃহৎ করদাতা ইউনিট, মূল্য সংযোজন কর (এলটিইউ ভ্যাট) ঢাকা ।

নিরীক্ষার প্রকৃতি ঃ আর্থিক ও নিয়মানুসরণ অডিট।

নিরীক্ষার সময় ঃ ২০০৭-০৮ অর্থ বছরের নিরীক্ষা ০৭/০৬/২০০৯ হতে ২৯/১২/২০০৯ খ্রিঃ পর্যন্ত এবং ২০০৮-১০ অর্থ বছরের নিরীক্ষা ২৬/০৪/২০১১ থেকে ২৪/১১/২০১১ খ্রিঃ পর্যন্ত।

নিরীক্ষা পদ্ধতি ঃ
- ঝুঁকি পর্যালোচনা।
- এ্যাসেসমেন্ট অডিট।
- ডকুমেন্টেশন এ্যানালাইসিস।

অডিট সম্পাদন ঃ **২০০৭-০৮ অর্থ বছরের নিরীক্ষা দল-**

১। জনাব তানভির আক্তার হোসেন খান, উপ-পরিচালক, দলপ্রধান।
২। জনাব এস আর এম মোখলেছুর রহমান, অডিট এন্ড একাউন্টস অফিসার, সদস্য।
৩। জনাব মোঃ সাইদুল হোসেন,এস এ এস সুপারিনটেনডেন্ট, সদস্য ।
৪। জনাব মোঃ আলমগীর হুসাইন, অডিটর, সদস্য।

২০০৮-১০ অর্থ বছরের নিরীক্ষা দল-

১। জনাব তানভির আক্তার হোসেন খান, উপ-পরিচালক, দলপ্রধান।
২। জনাব সৈয়দ আফরুজ আনোয়ার, অডিট এন্ড একাউন্টস অফিসার, সদস্য ।
৩। জনাব এস আর এম মোখলেছুর রহমান, অডিট এন্ড একাউন্টস অফিসার, সদস্য ।
৪। জনাব মোঃ সাইদুল হোসেন, এস এ এস সুপারিনটেনডেন্ট, সদস্য ।
৫। জনাব মোঃ ইয়াহিয়া, এস এ এস সুপারিনটেনডেন্ট, সদস্য।

অডিট রিপোর্ট প্রণয়নে সম্পৃক্ত ঃ
- জনাব গৌরাঙ্গ চন্দ্র দেবনাথ, উপ- পরিচালক।

তত্ত্বাবধান ঃ জনাব কমলেশ চন্দ্র রায়, পরিচালক।

সার্বিক তত্ত্বাবধান ঃ জনাব এ কে এম জসীম উদ্দিন, মহাপরিচালক।

ম্যানেজমেন্ট ইস্যু ঃ

- সাংবিধানিক অডিটের নিকট তথ্যাদি উপস্থাপন না করা।
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পর্যালোচনা করে নিম্নোক্ত বিষয়ে শৈথিল্য পরিলক্ষিত হয়েছে ঃ

    ১। অভ্যন্তরীণ অডিট কর্তৃক নিরীক্ষিত হওয়ার পরেও সাংবিধানিক অডিটে সংশ্লিষ্ট নথিতে আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে।

    ২। অভ্যন্তরীণ অডিটের কাভারেজ যথেষ্ট নয়।

    ৩। অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণের দুর্বলতার কারণে ভ্যাট কম দেওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে।

অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ ঃ

- ক্ষেত্র বিশেষে মূল্য সংযোজন আইন-১৯৯১ ও মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা-১৯৯১ এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কতৃক জারীকৃত বিভিন্ন এসআরও এর বিধি-বিধান এবং আদেশ নির্দেশ পরিপালন না করা।
- সুশৃঙ্খল আর্থিক ব্যবস্থাপনার অভাব।
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতা।

অডিটের সুপারিশ ঃ

- সরকারের আর্থিক বিধি-বিধান যথাযথভাবে পরিপালন নিশ্চিত করা আবশ্যক।
- সরকারি প্রাপ্তি কোষাগারে জমা নিশ্চিত করা আবশ্যক।
- অনিয়মের সাথে জড়িত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত অর্থ আদায় নিশ্চিত করা প্রয়োজন।
- উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের তদারকি জোরদার করা প্রয়োজন।
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জোরদার করা প্রয়োজন।

দ্বিতীয় অধ্যায়
(অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

অনুচ্ছেদ নং ১ ॥

শিরোনাম : **প্রকৃত উৎপাদন অপেক্ষা কম উৎপাদন প্রদর্শন করায় ৭৫,৮৩,৪৬,৮৫৬/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।**

বিবরন : বৃহৎ করদাতা ইউনিট, মূল্য সংযোজন কর(এলটিইউ ভ্যাট), ঢাকা কার্যালয়ের ২০০৭-০৮ এবং ২০০৮-১০ সনের বিশেষ নিরীক্ষায় ৫ টি প্রতিষ্ঠানের দাখিলপত্র (মূসক-১৯), সহগ-মূসক-১ এবং প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সরবরাহকৃত ক্রয় বিক্রয় পুস্তকের হিসাব বিবরণী, চলতি হিসাব রেজিষ্টার এবং সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রকৃত উৎপাদন অপেক্ষা উৎপাদন কম প্রদর্শন করায় ৭৫,৮৩,৪৬,৮৫৬/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট "ক/১ হতে ক/৬" তে প্রদত্ত।

অনিয়মের কারণ : মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা-১৯৯১ এর বিধি-৩ এর উপবিধি-১ মোতাবেক উপকরণ উৎপাদন সম্পর্ক বা সহগ (Input-output co-efficient) সহ ফরম মূসক-১ এ মূল্য ভিত্তি সম্পর্কিত ঘোষণা প্রদান করতে হবে এবং ঘোষণা মোতাবেক কাঁচামালের ব্যবহারের নির্ধারিত হার অনুযায়ী উৎপাদন এবং তার সরবরাহযোগ্য পণ্যের উপর প্রদেয় কর নির্ধারণ ও পরিশোধপূর্বক পণ্য সরবরাহ করা যাবে। কিন্তু সে মোতাবেক উপকরণের ব্যবহার এবং উৎপাদন প্রদর্শন না করে কম উৎপাদন প্রদর্শন করা হয়েছে, ফলে ৭৫,৮৩,৪৬,৮৫৬/- টাকা ভ্যাট কম আদায় করা হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের পত্র নং-০৮.৩৭.০০১.১২.০০.০২১.২০১০-২৫৪, তারিখঃ ২৯/০১/২০১৩ খ্রিঃ এর মাধ্যমে ২০০৮-১০ সনের আপত্তির বিষয়ে একমত পোষণ করা হয়েছে এবং টাকা আদায়ের জন্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ বরাবর চূড়ান্ত দাবীনামা জারী করা হয়েছে মর্মে জানানো হয়েছে।
- ২০০৭-০৮ সনের মেসার্স হাইডেলবার্গ সিমেন্ট লিঃ ব্যতিত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের আপত্তির বিষয়ে আপত্তিকৃত অর্থ আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
- মের্সাস হাইডেলবার্গ সিমেন্ট লিঃ কর্তৃক মাননীয় হাইকোর্টে রিট মামলা দায়ের করা হয়েছে যা বর্তমানে বিচারাধীন মর্মে জানানো হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- আপত্তির বিবরণ অনুযায়ী আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করা আবশ্যক।
- আপত্তিটিকে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ২০০৭-০৮ এবং ২০০৮-১০ সনের নিরীক্ষার উপর যথাক্রমে ০৫/০৭/২০১০ এবং ২৮/০৯/২০১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ ইস্যু করা হয়। পরবর্তীতে ২২/০৯/২০১০ এবং ০৪/১১/২০১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৭/১২/২০১০ এবং ০৩/০১/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা সত্ত্বেও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ :

- উক্ত অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত অর্থ আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং ২॥

শিরোনাম ঃ **উপকরণের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও নতুন মূল্য ভিত্তি ঘোষণা না করে বর্ধিত মূল্যের উপর রেয়াত গ্রহণ করায় ৫,০৩,৯৭,৫৫১/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।**

বিবরন ঃ বৃহৎ করদাতা ইউনিট, মূল্য সংযোজন কর(এলটিইউ ভ্যাট), ঢাকা কার্যালয়ের ২০০৭-২০১০ সনের বিশেষ নিরীক্ষায় ৫টি প্রতিষ্ঠানের দাখিলপত্র (মূসক-১৯), ক্রয় হিসাব পুস্তক (মূসক-১৬), বিক্রয় হিসাব পুস্তক (মূসক-১৭), চলতি হিসাক পুস্তক (মূসক-১৮), উপকরণ-উৎপাদন সম্পর্ক বা সহগ (Input-output co-efficient) মূসক-১ সহ অনুমোদিত মূল্য ঘোষণা পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, উপকরণের মূল্য বৃদ্ধির কারণে নতুন মূল্য ভিত্তি ঘোষণা না করে বর্ধিত মূল্যের উপর রেয়াত গ্রহণ করায় অর্থাৎ মূসক-১ এ অনুমোদিত হার অপেক্ষা অতিরিক্ত হারে রেয়াত গ্রহণ করায় সরকারের ৫,০৩,৯৭,৫৫১/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট "খ/১ হতে খ/৫" তে প্রদত্ত ।

অনিয়মের কারণ ঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নথি নং- ১(২) মূসক বাস্তঃ পণ্য/২০০৪/৭৯(৭), তারিখঃ ০৪/০৫/২০০৬ এবং মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা-১৯৯১ এর বিধি ৩ অনুযায়ী উপকরণের মূল্য বৃদ্ধির কারণে কোন পরিবর্তন সাধনের প্রয়োজন হলে নতুনভাবে মূল্য ঘোষণা দাখিল করার বিধান রয়েছে। এ ক্ষেত্রে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নতুনভাবে মূল্য ঘোষণা প্রদান না করার কারণে বিক্রয় পর্যায়ে নীট মূল্য সংযোজন করের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে এবং অনিয়মিতভাবে ৫,০৩,৯৭,৫৫১/- টাকা অতিরিক্ত উপকরণ কর রেয়াত গৃহীত হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের পত্র নং-০৮.৩৭.০০১.১২.০০.০২১.২০১০-২৫৪, তারিখঃ ২৯/০১/২০১৩ খ্রিঃ এর মাধ্যমে জানানো হয় যে, ২০০৮-১০ সনের মেসার্স ন্যাশনাল টিউবস্ লিঃ এর আপত্তিকৃত অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে চুড়ান্ত দাবীনামা জারী করা হয়েছে।
- আপত্তিকৃত প্রতিষ্ঠান আর এ কে সিরামিক কর্তৃক আপত্তির বিষয়ে মহামান্য হাইকোর্টে রিট মামলা দায়ের করা হয়েছে, যার নম্বর ১৯৮৯/২০১১ এবং বর্তমানে তা বিচারাধীন।
- ২০০৭-০৮ সনের আপত্তির সাথে একমত পোষন করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বরাবর চুড়ান্ত দাবীনামা জারী করা হয়েছে ও আপত্তিকৃত অর্থ আদায়ের ব্যবস্থা নেয়া হবে মর্মে জানানো হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব স্বীকৃতিমূলক বিধায় আপত্তিকৃত অর্থ দ্রুত আদায় করা আবশ্যক অন্যদিকে বিচারাধীন প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে রিট মামলার রায় অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।
- আপত্তিটিকে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ২০০৭-০৮ এবং ২০০৮-১০ সনের নিরীক্ষার উপর যথাক্রমে ০৫/০৭/২০১০ এবং ২৮/০৯/২০১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ ইস্যু করা হয়। পরবর্তীতে ২২/০৯/২০১০ এবং ০৪/১১/২০১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৭/১২/২০১০ এবং ০৩/০১/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা সত্ত্বেও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ ঃ

- উক্ত অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত অর্থ আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং ৩॥

শিরোনাম	ঃ	**অনুমোদিত অপচয় অপেক্ষা অতিরিক্ত অপচয় দেখিয়ে উৎপাদন কম প্রদর্শন করায় ৬,৪৩,৭৪,৯১৮/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।**
বিবরন	ঃ	বৃহৎ করদাতা ইউনিট, মূল্য সংযোজন কর(এলটিইউ-ভ্যাট), ঢাকা কার্যালয়ের ২০০৮-২০১০ সনের হিসাব নিরীক্ষায় ৫টি ঔষধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের ক্রয় হিসাব পুস্তক (মূসক-১৬), বিক্রয় হিসাব পুস্তক (মূসক-১৭), চলতি হিসাব পুস্তক (মূসক-১৮), দাখিলপত্র (মূসক-১৯), ড্রাগ এ্যাডমিনিস্ট্রেশন কর্তৃক অনুমোদিত এ্যানেক্সার, অনুমোদিত মূল্য ঘোষণা এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ড্রাগ এ্যাডমিনিস্ট্রেশন অনুমোদিত এনেক্সার, এনবিআরের Potency of Raw Materials এবং ঔষধের Process loss সংক্রান্ত আদেশ মোতাবেক নির্ধারিত অপচয় অপেক্ষা অতিরিক্ত অপচয় দেখিয়ে উৎপাদন কম প্রদর্শনন করায় ৬,৪৩,৭৪,৯১৮/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট "গ/১ হতে গ/৫" তে প্রদত্ত।
অনিয়মের কারণ	ঃ	মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা-১৯৯১ এর বিধি-৩ এর উপবিধি-১ এবং এনবিআরের নথি নং-৮(১) মূসক নীঃ ও বাঃ/২০০৭/৪৫৩, তারিখ ০৬/০৪/২০০৯ খ্রিঃ মোতাবেক ড্রাগ এ্যাডমিনিস্ট্রেশন অনুমোদিত এনেক্সার, এনবিআরের Potency of Raw Materials এবং ঔষধের Process loss অনুযায়ী উৎপাদন প্রদর্শনের নির্দেশ রয়েছে। উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহ উক্ত আদেশ অনুসরণ না করে অনুমোদিত অপচয় অপেক্ষা অতিরিক্ত অপচয় দেখিয়ে কম উৎপাদন প্রদর্শন করায় ভ্যাট বাবদ ৬,৪৩,৭৩,৯১৮/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।
অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব	ঃ	▪ অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের পত্র নং-০৮.৩৭.০০১.১২.০০.০২১.২০১০-২৫৪, তারিখঃ ২৯/০১/২০১৩ খ্রিঃ এর মাধ্যমে ৪ টি প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে জানানো হয় যে, Work in process এবং loose stock বিবেচনা না করে আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে যা সঠিক নয়। ▪ মেসার্স রেনেটা লিঃ কর্তৃক আলোচ্য আপত্তির বিষয়ে মহামান্য হাইকোর্ট ডিভিশনে রিট পিটিশন দায়ের করেন। পরবর্তীতে মহামান্য হাইকোর্ট ডিভিশনে রিট মামলার রায় সরকারের পক্ষে হওয়ায় প্রতিষ্ঠান বরাবরে দাবীনামা জারী করা হয়েছে।
নিরীক্ষা মন্তব্য	ঃ	▪ Work in process এবং loose stock বিবেচনা করে ২টি প্রতিষ্ঠানের (একমি ল্যাবরেটরিজ লিঃ এর ৩,৫৩,৯৪,০২২/- টাকার স্থলে ২,১৭,১৮,৩২৬/- টাকা এবং নুভিস্তা ফার্মা লিঃ এর ৭,৮৫,২৪,৫০৩/- টাকার স্থলে ৭,৩৭,৬১১/- টাকা) আপত্তি পুনর্গঠন পূর্বক সংশোধন করে ১৭/০৮/২০১৩ খ্রিঃ তারিখ মন্ত্রণালয়ে অবহিত করা হয়েছে। ▪ অপর ২টি প্রতিষ্ঠানের (এসেনসিয়াল ড্রাগ কোং লিঃ ও প্যাসিফিক ফার্মাসিউটিক্যালস লিঃ) ক্ষেত্রে এনবিআর কর্তৃক অনুমোদিত অপচয় এবং Overage (যে কোন ঔষধের এনেক্সার অনুমোদনের সময় ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর কর্তৃক ঔষধের প্রকৃত Strength বজায় রাখার জন্য শতকরা হারে কিছু অতিরিক্ত মৌলিক উপাদান অনুমোদন করা হয়। যেমন: ১৫০ এমজির একটি টেবলেট উৎপাদনের জন্য ৫% অতিরিক্ত অনুমোদন দেয়া হয়) সহ সমাপনী ও প্রারম্ভিক মজুদের হিসাব বিবেচনায় নিয়ে আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে। ▪ মেসার্স রেনেটা লিঃ এর ক্ষেত্রে হাইকোর্টের রায় সরকারের পক্ষে যাওয়ায় আপত্তিকৃত অর্থ আদায়যোগ্য। ▪ আপত্তিটিকে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ২৮/০৯/১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ ইস্যু করা হয়। পরবর্তীতে ০৪/১১/১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৩/০১/১৩ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা সত্তেও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।
নিরীক্ষা সুপারিশ	ঃ	▪ উক্ত অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত অর্থ আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং- ৪

শিরোনাম ঃ **অনুমোদিত হার অপেক্ষা উপকরণ ব্যবহার বেশী দেখিয়ে অতিরিক্ত রেয়াত গ্রহণ করায় ১,০৩,১২,৭৬৬/-টাকা রাজস্ব ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ বৃহৎ করদাতা ইউনিট, মূল্য সংযোজন কর(এলটিইউ-ভ্যাট), ঢাকা কার্যালয়ের ২০০৭-০৮ সনের বিশেষ নিরীক্ষায় ২টি সিমেন্ট উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের দাখিলপত্র (মূসক-১৯), ক্রয় হিসাব পুস্তক (মূসক-১৬), বিক্রয় হিসাব পুস্তক (মূসক-১৭), চলতি হিসাব পুস্তক (মূসক-১৮), উপকরণ-উৎপাদন সম্পর্ক বা সহগ (Co-efficient) (মূসক-১) এবং প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সরবরাহকৃত ক্রয় বিক্রয় পুস্তকের হিসাব বিবরণী এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অনুমোদিত হার অপেক্ষা উপকরণ ব্যবহার বেশী দেখিয়ে অতিরিক্ত রেয়াত প্রদান করায় ১,০৩,১২,৭৬৬/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট "ঘ/১ হতে ঘ/২" এ দেয়া হলো।

অনিয়মের কারণ ঃ মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা-১৯৯১ এর বিধি-৩ এর উপবিধি-১ মোতাবেক উপকরণ-উৎপাদন সম্পর্ক বা সহগ (Input-output co-efficient) সহ ফরম মূসক-১ এ মূল্য ভিত্তি সম্পর্কিত ঘোষণা প্রদান করতে হবে এবং ঘোষণা মোতাবেক কাঁচামালের ব্যবহারের নির্ধারিত হার অনুযায়ী উৎপাদন এবং তার সরবরাহযোগ্য পণ্যের উপর প্রদেয় কর নির্ধারণ ও পরিশোধপূর্বক পণ্য সরবরাহ করতে হবে। কিন্তু আপত্তিকৃত প্রতিষ্ঠানসমূহ অনুমোদিত হার অপেক্ষা অতিরিক্ত উপকরণের ব্যবহার প্রদর্শন করে তার উপর অতিরিক্ত রেয়াত গ্রহণ করায় ১,০৩,১২,৭৬৬/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ টাকা আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ
- জবাব স্বীকৃতিমূলক বিধায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণপূর্বক আপত্তিকৃত অর্থ দ্রুত আদায় করা আবশ্যক।
- আপত্তিটিকে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ০৫/০৭/২০১০ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ ইস্যু করা হয়। পরবর্তীতে ১২/০৯/২০১০ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৭/১২/২০১০খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা সত্ত্বেও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ ঃ
- উক্ত অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত অর্থ আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং ৫॥

শিরোনাম ঃ **উপকরণ ও সংযোজনের মোট মূল্য অপেক্ষা কম মূল্যের উপর সম্পুরক শুল্ক ও ভ্যাট পরিশোধ করায় ১,৫৪,৮৪,২৯৯/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ বৃহৎ করদাতা ইউনিট, মূল্য সংযোজন কর(এলটিইউ-ভ্যাট), ঢাকা কার্যালয়ের ২০০৮-২০১০ সনের হিসাব নিরীক্ষায় আর এ কে সিরামিক্স (বাংলাদেশ) লিঃ এর মাসিক দাখিলপত্র, বিক্রয় বিবরণী, মূসক-১ (মূল্য ভিত্তি ঘোষণাপত্র) পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, উপকরণ ও সংযোজনের মোট মুল্য অপেক্ষা কম মূল্যের উপর সম্পুরক শুল্ক ও ভ্যাট পরিশোধ করায় ১,৫৪,৮৪,২৯৯/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট "ঙ" তে সংযুক্ত।

অনিয়মের কারণ ঃ

- মূল্য সংযোজন কর আইন-১৯৯১ এর ধারা ৫(২) মোতাবেক পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে সেই মূল্যের উপরই মূল্য সংযোজন কর প্রদেয় হবে, যা উক্ত পণ্যের প্রস্তুতকারক বা উৎপাদক কর্তৃক ক্রেতার নিকট হতে প্রাপ্য, যাতে ক্রয়কৃত উপকরণের মূল্যসহ যাবতীয় ব্যয় ও তৎসম্পর্কিত প্রদত্ত কমিশন, চার্জ, ফি ও সম্পূরক শুল্কসহ সকল শুল্ক ও কর (মূল্য সংযোজন কর ব্যতীত) এবং মুনাফাও অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এ ছাড়াও মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা-১৯৯১ এর বিধি ৩ এর উপবিধি (৩)(ঘ) অনুযায়ী বিভাগীয় কর্মকর্তা মূল্য ঘোষণা প্রাপ্তির ১৫(পনের) কর্মদিবসের মধ্যে ঘোষিত মূল্য ভিত্তি অনুমোদন অথবা উহার উপর শুনানী গ্রহণপূর্বক সংশোধিত আকারে অনুমোদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে ব্যর্থ হলে ঘোষিত মূল্যের বিষয়ে তাঁর কোন আপত্তি নেই মর্মে গণ্য হবে।
- এক্ষেত্রে বর্ণিত বিধান পরিপালন না করে আর এ কে সিরামিক্স (বাংলাদেশ) লিঃ প্রতিষ্ঠানটি বি ক্যাটাগরীর টাইলস, বাথরুম ফিটিংস সামগ্রীর মূল্য ঘোষণাপত্রে উৎপাদিত পণ্যের উপকরণ ও সংযোজনের মূল্যের যোগফল হতে ঋণাত্মক মুনাফা (Loss) বাদ দিয়ে মূল্য নির্ধারণ পূর্বক মূল্য সংযোজন কর পরিশোধ করেছে অর্থাৎ মুনাফা যোগ করার পরিবর্তে উপকরণ ও সংযোজন মূল্য হতে মুনাফা বিয়োগ করে অবশিষ্ট মূল্যের উপর ১৫% হারে ভ্যাট প্রদান করায় সরকারের ১,৫৪,৮৪,২৯৯/-টাকা রাজস্ব ক্ষতি সাধিত হয়েছে।
- উল্লেখ্য বৃহৎ করদাতা ইউনিট-মূল্য সংযোজন কর, ঢাকা কার্যালয়ের নথি নং- ৪/এলটিইউ(মূসক-৬)/৭/ সিরামিক্স/RAK/০৫/পার্ট-১ এর নোটানুচ্ছেদ ৪৯ তে উল্লেখ করা হয়েছে ঢাকাস্থ বাজারে উক্ত প্রতিষ্ঠানটির "বি" ক্যাটাগরির কোন পণ্য না পাওয়ায় বাজার জরিপ করা সম্ভব না হওয়ায় মূল্য অনুমোদন করা হয়নি। কিন্তু মূসক কর্তপক্ষ কর্তৃক মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা-১৯৯১ এর বর্ণিত বিধানের আলোকে মূল্য অনুমোদন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি। এ ক্ষেত্রে মূসক কর্তৃপক্ষের যথেষ্ট তদারকি না থাকায় ঋণাত্মক মুনাফা প্রদর্শন পূর্বক মূসক আরোপযোগ্য ভিত্তি মূল্য কম দেখিয়ে মূসক কম প্রদান করা হয়েছে। তথাপি নিরীক্ষায় 'বি' ক্যাটাগরীর পণ্যের ক্ষেত্রে শূন্য মুনাফা ধরেই রাজস্ব ক্ষতির হিসাব করা হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের পত্র নং-০৮.৩৭.০০১.১২.০০.০২১.২০১০-২৫৪, তারিখঃ ২৯/০১/২০১৩ খ্রিঃ এর মাধ্যমে জানানো হয় যে, আপত্তির বিষয়ে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মহামান্য হাইকোর্টে রিট মামলা দায়ের করা হয়েছে, যার নম্বর ১৯৮৯/২০১১ এবং বর্তমানে তা বিচারাধীন।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব নিস্পত্তিমূলক নয় বিধায় মামলার অগ্রগতি তদারকসহ আপত্তিকৃত অর্থ দ্রুত আদায় করা আবশ্যক।
- আপত্তিটিকে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে ২৮/০৯/১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ ইস্যু করা হয়। পরবর্তীতে ০৪/১১/১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৩/০১/১৩ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা সত্ত্বেও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ ঃ

- উক্ত অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত অর্থ আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং ৬॥

শিরোনাম ঃ **মূল্য ঘোষণা বহির্ভূত উপকরণের উপর রেয়াত গ্রহণ করায় ২৬,৭৮,২৮৪/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ বৃহৎ করদাতা ইউনিট, মূল্য সংযোজন কর (এলটিইউ-ভ্যাট), ঢাকা কার্যালয়ের ২০০৮-১০ সনের হিসাব নিরীক্ষায় নেসলে বাংলাদেশ লিঃ নামক প্রতিষ্ঠানের দাখিলপত্র (মূসক-১৯), ক্রয় হিসাব পুস্তক (মূসক-১৬), বিক্রয় হিসাব পুস্তক (মূসক-১৭), নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী, চলতি হিসাবের অনুলিপি, রেয়াত গ্রহণের বিবরণী এবং মূল্য ভিত্তি ঘোষণা পত্র (মূসক-১) এবং বিল অব এন্ট্রি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, মূল্য ঘোষণা বহির্ভূত উপকরণের উপর রেয়াত গ্রহণ করায় ২৬,৭৮,২৮৪/-টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট "চ" তে প্রদত্ত।

অনিয়মের কারণ ঃ মূল্য সংযোজন কর আইন-১৯৯১ এর ধারা ৯ (ছছ) অনুযায়ী মূল্য ঘোষণা বহির্ভূত উপকরণের উপর রেয়াত প্রাপ্য নয়। এ ক্ষেত্রে বর্ণিত বিধানের ব্যত্যয়ের কারণে অর্থাৎ মূসক-১ এ উপকরণ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত না থাকা সত্ত্বেও রেয়াত গ্রহণ করায় ২৬,৭৮,২৮৪/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ
- অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের পত্র নং-০৮.৩৭.০০১.১২.০০.০২১.২০১০-২৫৪, তারিখঃ ২৯/০১/২০১৩ খ্রিঃ এর মাধ্যমে জানানো হয় যে, আপত্তিকৃত টাকা আদায়ের জন্য দাবীনামা জারী করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ
- জবাব স্বীকৃতিমূলক। মূল্য সংযোজন কর আইন-১৯৯১ এর ধারা ৯ (ছছ) অনুযায়ী মূল্য ঘোষণা ব্যতিরেকে রেয়াত গ্রহণ বিধি সম্মত নয়। যথাযথ কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণপূর্বক আপত্তিকৃত অর্থ দ্রুত আদায় করা আবশ্যক।
- আপত্তিটিকে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ২৮/০৯/১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ ইস্যু করা হয়। পরবর্তীতে ০৪/১১/১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৩/০১/১৩ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা সত্ত্বেও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ ঃ
- উক্ত অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত অর্থ আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং ৭॥

শিরোনাম	ঃ	**নির্ধারিত সময়ের পরে বিধি বহির্ভূতভাবে উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করায় ৬৫,৯৭,৩৫৬/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি ।**
বিবরণ	ঃ	বৃহৎ করদাতা ইউনিট, মূল্য সংযোজন কর(এলটিইউ-ভ্যাট), ঢাকা কার্যালয়ের ২০০৮-১০ সনের হিসাব নিরীক্ষায় প্রিমিয়ার সিমেন্ট মিলস লিঃ, নিবন্ধন নং-৯২২১০০৮৯৩৩ এর ক্রয় চালান পত্র, ক্রয় হিসাব (মূসক-১৬), চলতি হিসাব পুস্তক (মূসক-১৮), দাখিলপত্র (মূসক-১৯), এবং দাখিলপত্রে সংযুক্ত ডকুমেন্টস পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রতিষ্ঠানটি কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের পরে বিধি বহির্ভূতভাবে চলতি হিসাবে এন্ট্রি পূর্বক উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করায় ৬৫,৯৭,৩৫৬/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট "ছ" তে সংযুক্ত।
অনিয়মের কারণ	ঃ	মূল্য সংযোজন কর আইন-১৯৯১ এর ধারা ৯ মোতাবেক পণ্যের ক্ষেত্রে ক্রয় চালানপত্র বা বিল অব এন্ট্রিতে বর্ণিত উপকরণ উৎপাদন স্থলে যে তারিখে প্রবেশ করবে সে তারিখ হতে পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণের বাধ্যবাধকতা রয়েছে এবং সেবার ক্ষেত্রে যে তারিখে বিল পরিশোধ করা হবে সে তারিখ হতে ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে রেয়াত গ্রহণ করা আবশ্যক। কিন্তু আপত্তিকৃত প্রতিষ্ঠানটি পণ্যের ক্ষেত্রে ক্রয় বহিতে এন্ট্রির এবং সেবার ক্ষেত্রে বিল পরিশোধের তারিখের ৩০(ত্রিশ) দিনের পর উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করেছে যা প্রাপ্য নয়। ফলে সরকারের ৬৫,৯৭,৩৫৬/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।
অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব	ঃ	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের পত্র নং-০৮.৩৭.০০১.১২.০০.০২১.২০১০-২৫৪, তারিখঃ ২৯/০১/২০১৩ খ্রিঃ এর মাধ্যমে জানানো হয় যে, চূড়ান্ত দাবীনামা জারী করা হয়েছে।
নিরীক্ষা মন্তব্য	ঃ	▪ জবাব স্বীকৃতিমূলক বিধায় আপত্তিকৃত অর্থ দ্রুত আদায় করা আবশ্যক। ▪ আপত্তিটিকে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ২৮/০৯/১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ ইস্যু করা হয়। পরবর্তীতে ০৪/১১/১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৩/০১/১৩ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা সত্ত্বেও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।
নিরীক্ষা সুপারিশ	ঃ	▪ উক্ত অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত অর্থ আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং ৮॥

শিরোনাম ঃ **কনসালটেন্সি (টেকনিক্যাল নো হাউ) এবং ইজারা বাবদ উৎসে ভ্যাট কর্তন না করায় ৬০,৯৫,৬১,০০৯/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ বৃহৎ করদাতা ইউনিট, মূল্য সংযোজন কর (এলটিইউ-ভ্যাট), ঢাকা কার্যালয়ের ২০০৮-১০ সনের হিসাব নিরীক্ষায় ৩টি প্রতিষ্ঠানের (১. মেসার্স এয়ার টেল বাংলাদেশ লিঃ, ২. মেসার্স ওরাসকম টেলিকম বাংলাদেশ লিঃ এবং ৩. মেসার্স গ্রামীণফোন লিঃ) দাখিলপত্র (মূসক-১৯) ও নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, কনসালটেন্সি (টেকনিক্যাল নো হাউ) এবং ইজারা বাবদ (স্পেকটার্ম, ইন্টারন্যাশনাল রোমিং ও ফ্রিকুয়েন্সি ব্যান্ডউইথ) উৎসে ভ্যাট কর্তন না করায় ৬০,৯৫,৬১,০০৯/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট "জ/১ হতে জ/৬" তে প্রদত্ত।

অনিয়মের কারণ ঃ

- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (১) এসআরও নং-১৯৭-আইন/২০০৮/৪৯৯-মূসক, তারিখঃ ২৯/০৬/২০০৮ খ্রিঃ, (২) এসআরও নং-১৭৯-আইন/২০০৯/৫৩২-মূসক, তারিখঃ ৩০/৬/২০০৯ খ্রিঃ অনুযায়ী সেবা কোড এস-৩২.০০ এর ক্ষেত্রে কনসালটেন্সি (টেকনিক্যাল নো হাউ) ইজারা বাবদ ৪.৫% (প্রকৃত মূল্য সংযোজন হারের ভিত্তিতে কর ধার্যকরণ বিধিমালায় বর্ণিত নির্দিষ্ট সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে) হারে উৎসে ভ্যাট কর্তনের নির্দেশ রয়েছে।
- দ্বিতীয়ত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (১) এসআরও নং-১৯১-আইন/২০০৮/৪৯৩-মূসক, তারিখঃ ২৯/০৬/২০০৮ খ্রিঃ এবং মূল্য সংযোজন কর আইন-১৯৯১ এর ধারা ৩, (২) এসআরও নং-১০৫-আইন/২০০৯/৫১৩-মূসক,তারিখঃ ১১/০৬/০৯ খ্রিঃ সেবা কোড এস ০৩৩.০০ অনুযায়ী ইজারাদারের বিপরীতে ১৫% হারে উৎসে ভ্যাট কর্তন করার নির্দেশ রয়েছে। "স্পেকটার্ম", "ইন্টারন্যাশনাল রোমিং" ও "ফ্রিকুয়েন্সি ব্যান্ডউইথ" খরচটি বাংলাদেশের আকাশ সীমার তরঙ্গ ব্যবহারের অনুমতির খরচ, যা ইজারা পণ্য হিসেবে গণ্য।

  কিন্তু আপত্তিতে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক "কনসালটেন্সি (টেকনিক্যাল নো হাউ)" এবং "স্পেকটার্ম", "ইন্টারন্যাশনাল রোমিং" ও "ফ্রিকুয়েন্সি ব্যান্ডউইথ" ইজারা বাবদ ব্যয়ের উপর উৎসে ভ্যাট কর্তনযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও তা কর্তন না করায় সর্বমোট ৬০,৯৫,৬১,০০৯/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের পত্র নং-০৮.৩৭.০০১.১২.০০.০২১.২০১০-২৫৪, তারিখঃ ২৯/০১/২০১৩ খ্রিঃ এর মাধ্যমে জানানো হয় যে,
- বিষয়টির উপর গ্রামীণ ফোন লিঃ কর্তৃক রিট মামলা দায়ের করা হয়েছে।
- ওরাসকম টেলিকম বাংলাদেশ লিঃ এর আপত্তিকৃত অর্থ আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
- এয়ারটেল বাংলাদেশ লিঃ এর টেকনিক্যাল নো হাউ আয় হিসেবে বিবেচিত বিধায় আপত্তিকৃত অর্থ আদায়যোগ্য নয়।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব স্বীকৃতিমূলক। এয়ারটেল বাংলাদেশ লিঃ এর নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণীতে টেকনিক্যাল নো হাউ (কনসালটেন্সি) খাতে খরচ হিসেবে দেখানো হয়েছে। মামলার অগ্রগতি মনিটর সহ আপত্তিকৃত অর্থ দ্রুত আদায় করা আবশ্যক।
- আপত্তিটিকে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ২৮/০৯/১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ ইস্যু করা হয়। পরবর্তীতে ০৪/১১/১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৩/০১/১৩ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা সত্ত্বেও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ ঃ

- উক্ত অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত অর্থ আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং ৯ ॥

শিরোনাম : **হোটেল-রেস্তোরাঁ সেবা মূল্যের উপর সম্পূরক শুল্ক এবং তার উপর আরোপিত ভ্যাট কর্তন না করায় ২৯,৭৫,৫২,১৮৩/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।**

বিবরণ : বৃহৎ করদাতা ইউনিট, মূল্য সংযোজন কর (এলটিইউ-ভ্যাট), ঢাকা কার্যালয়ের ২০০৭-১০ সনের হিসাব নিরীক্ষায় ৩ টি প্রতিষ্ঠানের দাখিলপত্র (মূসক-১৯) এবং অন্যান্য রেকর্ড পত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সেবা মূল্যের উপর সম্পূরক শুল্ক কর্তন না করায় সম্পূরক শুল্ক ও উহার উপর ভ্যাট বাবদ সরকারের ২৯,৭৫,৫২,১৮৩/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট " ঝ/১ হতে ঝ/৩" তে প্রদত্ত ।

অনিয়মের কারণ : অর্থ আইন ২০০৭, ২০০৮ এবং ২০০৯ এর তৃতীয় তফশিলের দ্বিতীয় অংশের এস-০০১.২০ সেবা কোড মোতাবেক আবাসন, খাদ্য বা পানীয় সরবরাহকালে যদি হোটেল বা রেস্তোরাঁয় মদ জাতীয় পানীয় সরবরাহ করা হয় বা যে কোন ধরনের "ফ্লোর শো"(বৎসরে একদিনের জন্য করা হলেও) সমুদয় টাকার উপর ১০% হারে সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য হবে। ১. মেসার্স শেরাটন হোটেল, ২. মেসার্স রেডিসন ওয়াটার গার্ডেন হোটেল এবং ৩. মেসার্স প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁ হোটেল রেস্তোরাঁয় মদ জাতীয় পণ্য সরবরাহ করা হলেও সেবা মূল্যের ওপর সম্পূরক শুল্ক ও তার উপর মূসক আদায় না করায় সরকারের ২৯,৭৫,৫২,১৮৩/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। উল্লেখ্য মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ঢাকা মেট্রো উপ অঞ্চলের তথ্য থেকে জানা যায় হোটেল তিনটির নামে বারের লাইসেন্স নেয়া হয়েছে ।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের পত্র নং-০৮.৩৭.০০১.১২.০০.০২১.২০১০-২৫৪, তারিখঃ ২৯/০১/২০১৩ খ্রিঃ এর মাধ্যমে জানান যে, ২০০৮-১০ সনের আপত্তির বিষয়ে আপত্তিকৃত প্রতিষ্ঠান (ঢাকা শেরাটন হোটেল বর্তমানে রূপসী বাংলা হোটেল) কর্তৃক মহামান্য হাইকোর্টে রিট মামলা দায়ের করা হয়েছে, যার নম্বর ৩৮৮৮/০৯ এবং বর্তমানে বিচারাধীন।
- ২০০৭-০৮ সনের আপত্তির বিষয়ে আপত্তিকৃত প্রতিষ্ঠানদ্বয় (রেডিসন ওয়াটার গার্ডেন হোটেল ও প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁ হোটেল) কর্তৃক মহামান্য হাইকোর্টে রিট মামলা দায়ের করা হয়েছে মর্মে জানানো হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- জবাব নিষ্পত্তিমূলক নয় বিধায় আপত্তিকৃত অর্থ দ্রুত আদায় করা আবশ্যক।
- আপত্তিটিকে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ২০০৭-০৮ এবং ২০০৮-১০ সনের নিরীক্ষার উপর যথাক্রমে ০৫/০৭/২০১০ এবং ২৮/০৯/২০১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ ইস্যু করা হয়। পরবর্তীতে ২২/০৯/২০১০ এবং ০৪/১১/২০১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৭/১২/২০১০ এবং ০৩/০১/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা সত্ত্বেও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ :

- উক্ত অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত অর্থ আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং- ১০॥

শিরোনাম	ঃ	**কমিশন, ফিস্ ও চার্জেস খাতে প্রকৃত প্রাপ্তি অপেক্ষা কম প্রাপ্তি প্রদর্শন করায় মূসক বাবদ ৯৮,২২,৪৪,৮৬১/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।**
বিবরণ	ঃ	বৃহৎ করদাতা ইউনিট, মূল্য সংযোজন কর(এলটিইউ-ভ্যাট), ঢাকা কার্যালয়ের ২০০৭-২০১০ সনের হিসাব নিরীক্ষায় ৭টি ব্যাংকের নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী, কমিশন ফিস্ চার্জেস বাবত প্রাপ্তি, হিসাব ভুক্তি, ট্রেজারী জমা, ব্যাংকের মূসক অব্যাহতি প্রাপ্ত খরচ ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, কমিশন ফিস্ চার্জেস খাত থেকে প্রকৃত প্রাপ্তির চেয়ে কম প্রাপ্তি প্রদর্শনপূর্বক মূসক বাবদ ৯৮,২২,৪৪,৮৬১/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট "এ/১ হতে এ/৮" তে দেয়া হলো।
অনিয়মের কারণ	ঃ	জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (১) এস আর ও নং-১৭৩-আইন/২০০৪/৪১৯-মূসক, তারিখঃ ১০/০৬/২০০৪ খ্রিঃ এবং (২) এস আর ও নং-১৯৭-আইন/২০০৮/৪৯৯-মূসক, তারিখঃ ২৯/০৬/২০০৮খ্রিঃ অনুযায়ী ব্যাংকিং সেবা প্রদানের মাধ্যমে কমিশন, ফিস্ ও চার্জ ইত্যাদি বাবদ প্রাপ্ত সমুদয় অর্থের উপর ১৫% হারে মূসক আদায়যোগ্য। কিন্তু আপত্তিতে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক উক্ত বিভিন্ন সেবার বিপরীতে বার্ষিক রিপোর্ট অনুযায়ী যে প্রাপ্তি প্রদর্শন করা হয়েছে দাখিলপত্রে তার তুলনায় কম প্রাপ্তি প্রদর্শণ পূর্বক মূসক পরিশোধ করা হয়েছে। ফলে মূসক বাবদ ৯৮,২২,৪৪,৮৬১/- টাকা সরকারি কোষাগারে কম জমা করা হয়েছে।
অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব	ঃ	▪ অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের পত্র নং-০৮.৩৭.০০১.১২.০০.০২১.২০১০-২৫৪, তারিখঃ ২৯/০১/২০১৩ খ্রিঃ এর মাধ্যমে ২০০৮-১০ সনের আপত্তির বিষয়ে জানান যে, ▪ সোনলী ব্যাংক লিঃ এর ক্ষেত্রে Commission on purchased & Sale of Shares/ Securities কে মূসক অব্যাহতি হিসেবে বিবেচনা না করে আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে। উহা বিবেচনায় আনা হলে আপত্তির টাকার পরিমাণ হ্রাস পাবে। সে হিসেবে আপত্তির পরিমাণ দাঁড়ায় ১৪,৩২,১৪,২১৭/-টাকা। ▪ জনতা ব্যাংকের ক্ষেত্রে আপত্তিকৃত টাকা হ্রাস পেয়ে ১১,৭১,১৪,৪৭৪/- টাকা হবে। ▪ এইচ এস বি সি এর আপত্তিটি প্রত্যাহারযোগ্য। ▪ ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ কর্তৃক উল্লিখিত আপত্তির বিপরীতে মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে রিট মামলা দায়ের করে, যার নং-২০৮/২০১২। ২০০৭-০৮ সনের আপত্তির বিষয়ে জানানো হয় যে, ▪ পূবালী ব্যাংক লিঃ এবং স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ এর মূসক ফ্রি সেবা মোট টার্নওভারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে। ▪ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের আপত্তিকৃত অর্থ আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।
নিরীক্ষা মন্তব্য	ঃ	▪ অডিট আপত্তিতে করযোগ্য ও করমুক্ত আয়ের হিসাব করে রাজস্ব ক্ষতির পরিমাণ নিরুপণ করা হয়েছে। এ ছাড়াও ত্রি-পক্ষীয় সভা ও বিএসআর এর আলোকে জনতা ব্যাংকের বিপরীতে উত্থাপিত ৭৫,২৭,১০,৮০৬/-টাকার আপত্তিটি পূর্নগঠন করে ১১,৭১,১৪,৪৭৪/- টাকা করা হয়েছে। সে অনুযায়ী আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করা আবশ্যক। ▪ সোনালী ব্যাংক লিঃ এর ক্ষেত্রে শেয়ার/ সিকুরিটি ক্রয়-বিক্রয়সহ অব্যাহতি প্রাপ্ত অন্যান্য আয় বাদ দিয়ে নতুন ভাবে পুর্নগঠন করে ৫৯,৪২,৬২,৩৭২/-টাকা করা হয়েছে। সে মোতাবেক আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা আবশ্যক। ▪ ত্রি-পক্ষীয় সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এইচ এস বি সি ব্যাংকের আপত্তির সাথে সংশ্লিষ্ট পরিশিষ্ট পুর্নগঠন/ সংশোধন করা হয়েছে।

- ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ এর বিচারাধীন বিষয়ে রিট মামলার রায় অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

- পূর্বালী ব্যাংক লিঃ এবং স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ এর আপত্তিকৃত বিষয়টি বি এসআর জবাব এবং ত্রি-পক্ষীয় সভায় উপস্থাপিত প্রমানক দ্বারা সমর্থিত হয়েছে বিধায় উক্ত টাকা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আদায় করা আবশ্যক।

- প্রাইম ব্যাংক লিঃ এর আপত্তিকৃত অর্থ আদায়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

- আপত্তিটিকে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ২০০৭-০৮ এবং ২০০৮-১০ সনের নিরীক্ষার উপর যথাক্রমে ০৫/০৭/২০১০ এবং ২৮/০৯/২০১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ ইস্যু করা হয়। পরবর্তীতে ২২/০৯/২০১০ এবং ০৪/১১/২০১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৭/১২/২০১০ এবং ০৩/০১/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা সত্ত্বেও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ ঃ

- উক্ত অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত অর্থ আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং- ১১॥

শিরোনাম ঃ **সোনালী ব্যাংক কর্তৃক বিভিন্ন হিসাবের উপর Excise Duty কম প্রদান করায় ৯৪,৪০,২১,৮৯০/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ বৃহৎ করদাতা ইউনিট, মূল্য সংযোজন কর (এলটিইউ-ভ্যাট),ঢাকা কার্যালয়ের ২০০৮-২০১০ অর্থ বছরের নিরীক্ষায় সোনালী ব্যাংক লিঃ এর একাউন্টস মেইনটেনেন্স ফি সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র এবং ২০১০ সনের ব্যাংক কর্তৃক Excise Duty পরিশোধ বিবরণী পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, সঞ্চয়ী হিসাবের উপর Excise duty কম প্রদান করায় ৯৪,৪০,২১,৮৯০/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট "ট" তে দেয়া হলো।

অনিয়মের কারণ ঃ

- অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের এস আর ও নং-১১৯-আইন/২০০৯/৩০২-আবগারী, তারিখ ঃ ১১/০৬/২০০৯ খ্রিঃ অনুযায়ী ব্যাংকিং সেবা খাতে কোন গ্রাহকের হিসাবের স্থিতি বৎসরের যে কোন সময়ে ২০,০০০/- টাকার উর্ধ্বে হলে Excise duty আদায় প্রযোজ্য হয়। আলোচ্য ক্ষেত্রে সোনালী ব্যাংক লিঃ কর্তৃক ২০,০০০/- টাকার উর্ধ্বে সঞ্চয়ী হিসাবের সংখ্যা কম প্রদর্শন করে Excise duty বাবদ ৯৪,৪০,২১,৮৯০/- টাকা সরকারি তহবিলে জমা প্রদান করা হয়েছে।
- উল্লেখ্য যে, একাউন্টস মেইনটেনেন্স ফি বাবদ প্রকৃত প্রাপ্তি অপেক্ষা কম প্রাপ্তি প্রদর্শন করে ভ্যাট বাবদ রাজস্ব কম প্রদান সংক্রান্ত প্রাথমিক অডিট আপত্তির প্রেক্ষিতে সোনালী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা কর্তৃক ২৬/২/১২ খ্রিঃ তারিখের প্রদত্ত জবাবের সাথে দাখিলকৃত রেকর্ডপত্রের ভিত্তিতে দেখা যায় যে, ২০,০০০/- টাকার উর্ধ্বে মোট সঞ্চয়ী হিসাবের সংখ্যা ৭২,৬৫,৯৬২টি। অথচ ১লা জানুয়ারী হতে ৩১ ডিসেম্বর'২০১০ পর্যন্ত সময়ের যে Excise duty হিসাব মূসক কার্যালয়ে দাখিল করা হয়েছে (মূসক-১৯) তাতে ২০,০০০/- টাকার উর্ধ্বে মোট সঞ্চয়ী হিসাবের সংখ্যা দেখানো হয় ৮,৩৪,৬১০টি। অর্থাৎ উক্ত সূত্র অনুযায়ী সঞ্চয়ী হিসাব ৬৪,৩১,৩৫২টি কম দেখানোর ফলে ৯৪,৪০,২১,৮৯০/- টাকা Excise Duty বাবদ সরকারি কোষাগারে কম জমা প্রদান করা হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের পত্র নং-০৮.৩৭.০০১.১২.০০.০২১.২০১০-২৫৪, তাং-২৯/০১/২০১৩ খ্রিঃ এর মাধ্যমে জানানো হয় যে, ব্যাংক কর্তৃক সঞ্চয়ী হিসাবের গড় আমানত স্থিতির উপর একাউন্টস মেইনটেনেন্স ফি আদায় করে থাকে। গড় আমানত স্থিতি নিম্নোক্তভাবে হিসাব করা হয়। উদাহরণ স্বরূপ ঃ জানুয়ারী মাসে কোন সঞ্চয়ী হিসাবে ৩,০০০/- টাকা ৫ দিন, ১,০০০/- টাকা ১০দিন, ৪,০০০/- টাকা ৭ দিন ও ৬,০০০/- টাকা ৯ দিন থাকলে উক্ত হিসাবের গড় আমানত স্থিতি নিম্নোক্তভাবে নিরূপিত হয় ঃ

স্থিতি	দিন	প্রডাক্ট (টাকা)
৩.০০০/-	৫	১৫,০০০/-
১,০০০/-	১০	১০,০০০/-
৪,০০০/-	৭	২৮,০০০/-
৬,০০০/-	৯	৫৪,০০০/-
মোট স্থিতি = ১৪,০০০/-	৩১দিন	১,০৭,০০০/-

উক্ত মাসের গড় আমানত স্থিতি ১,০৭,০০০/- টাকা ÷৩১দিন= ৩,৪৫২/-টাকা (প্রায়)। এভাবে জানুয়ারী হতে জুন পর্যন্ত ৬ মাসের গড় আমানতের স্থিতির যোগফলকে ৬ দ্বারা ভাগ করে গড় আমানত স্থিতি নির্বাচন করতঃ একাউন্টস মেইনটেনেন্স ফি আদায় করা হয়। যা Excise Duty আদায়ের বেলাও প্রযোজ্য। এরূপ গড় আমানত স্থিতির পরিমাণ ৫,০০১/- টাকা হতে ২০,০০০/- টাকা পর্যন্ত Excise Duty এর হার শূন্য হবে। ফলে কম আদায়কৃত Excise Duty এর পরিমাণ সঠিক নিয়মে করা হয়নি। ফলে শুধুমাত্র Excise Duty খাতে ১,২৯,৪৪,৭৬০/- টাকার আপত্তি বহাল থাকে। এ বিষয়ে স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর একমত হলে দাবীনামাটি চূড়ান্ত করে আদায়ের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের ১১/০৬/২০০৯ খ্রিঃ তারিখের এস আর ও নং-১১৯-আইন/২০০৯/৩০২-আবগারী অনুযায়ী কোন গ্রাহকের হিসাবের স্থিতি বৎসরের যে কোন সময়ে ২০,০০০/- টাকার উর্ধ্বে হলেই Excise Duty প্রযোজ্য হবে। এ ক্ষেত্রে জবাবে বর্ণিত পদ্ধতিতে গড় আমানত স্থিতি হিসাব করার অবকাশ নেই বিধায় আপত্তির বিবরণ অনুযায়ী আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করা আবশ্যক।
- আপত্তিটিকে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ২৮/০৯/১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ ইস্যু করা হয়। পরবর্তীতে ০৪/১১/১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৩/০১/১৩ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা সত্ত্বেও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ ঃ

- উক্ত অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত অর্থ আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং- ১২॥

শিরোনাম	ঃ	**বীমা কোম্পানী কর্তৃক প্রকৃত প্রাপ্তি অপেক্ষা কম প্রিমিয়াম প্রদর্শন করার মাধ্যমে মূসক বাবদ ২৯,৬৮,৮৭,১৫১/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।**
বিবরণ	ঃ	বৃহৎ করদাতা ইউনিট, মূল্য সংযোজন কর(এলটিইউ-ভ্যাট), ঢাকা কার্যালয়ের ২০০৮-১০ অর্থ বছরের নিরীক্ষায় গ্রীণ ডেল্টা ইন্সুরেন্স কোং লিঃ এর ২০০৯ ও ২০১০ অর্থ বছরের নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী, চালান, ইত্যাদি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকৃত প্রাপ্তি অপেক্ষা কম প্রিমিয়াম প্রদর্শন করার মাধ্যমে মূসক বাবদ ২৯,৬৮,৮৭,১৫১/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট "ঠ" তে দেয়া হলো।
অনিয়মের কারণ	ঃ	জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং-১০/মূসক/২০০২, তারিখ ঃ ২৮/১১/০২খ্রিঃ এর অনুচ্ছেদ ৫ অনুযায়ী বীমা কোম্পানি কর্তৃক বীমার উদ্দেশ্যে নির্ধারিত সমুদয় প্রিমিয়ামের পরিমাণই (যেভাবেই গৃহীত হউক না কেন) মূল্য সংযোজন কর নির্ধারণের ভিত্তি হিসাবে গণ্য হবে। এ ক্ষেত্রে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উক্ত নির্দেশনা পরিপালন করা হয়নি। উক্ত দু'বছরের বার্ষিক রিপোর্টে সর্বমোট প্রিমিয়াম প্রাপ্তি ৩৬০,০৩,৭৭,৮৫৬/- টাকা। যার উপর ১৫ শতাংশ হিসেবে মূসক প্রদানযোগ্য ৫৪,০০,৫৬,৬৭৮/- টাকা। কিন্তু দাখিল পত্রে (মূসক-১৯) প্রিমিয়াম প্রাপ্তি দেখানো হয়েছে ১৬২,১১,৩০,১৭৯/- টাকা যার ১৫ শতাংশ হিসেবে মূসক পরিশোধ করা হয়েছে ২৪,৩১,৬৯,৫২৭/- টাকা। এ ক্ষেত্রে সর্বমোট প্রাপ্তি কম দেখানোর ফলে (৫৪,০০,৫৬,৬৭৮-২৪,৩১,৬৯,৫২৭)= ২৯,৬৮,৮৭,১৫১/- টাকা মূসক বাবদ সরকারি তহবিলে কম প্রদান করা হয়েছে।
অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব	ঃ	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের পত্র নং-০৮.৩৭.০০১.১২.০০.০২১.২০১০-২৫৪, তারিখঃ ২৯/০১/২০১৩ খ্রিঃ এর মাধ্যমে জানানো হয় যে, চূড়ান্ত দাবীনামা জারী করে টাকা আদায়ের ব্যবস্থা করা হবে।
নিরীক্ষা মন্তব্য	ঃ	▪ জবাব স্বীকৃতিমূলক বিধায় আপত্তিকৃত অর্থ দ্রুত আদায় করা আবশ্যক। ▪ আপত্তিটিকে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ২৮/০৯/১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ ইস্যু করা হয়। পরবর্তীতে ০৪/১১/১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৩/০১/১৩ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা সত্ত্বেও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।
নিরীক্ষা সুপারিশ	ঃ	▪ উক্ত অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত অর্থ আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং- ১৩ ॥

শিরোনাম ঃ **ঢাকা ওয়াসা কর্তৃক পানি ও পয়ঃপ্রণালী বিলের সাথে প্রকৃত আদায়কৃত মূল্য সংযোজন কর অপেক্ষা সরকারি কোষাগারে কম জমা করায় সরকারের ২২,১৫,৩৫,৫৬১/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ বৃহৎ করদাতা ইউনিট, মূল্য সংযোজন কর (এলটিইউ-ভ্যাট), ঢাকা কার্যালয়ের ২০০৮-১০ অর্থ বছরের নিরীক্ষায় ঢাকা ওয়াসা'র ২০০৯-২০১০ সনের বার্ষিক রিপোর্টসহ Critical বিবরণী পর্যালোচনায় দেখা যায়, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পানি ও পয়ঃপ্রণালী বিলের সাথে প্রকৃত আদায়কৃত মূল্য সংযোজন কর অপেক্ষা সরকারি কোষাগারে কম জমা করায় সরকারের ২২,১৫,৩৫,৫৬১/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট "ড" তে দেয়া হলো।

অনিয়মের কারণ ঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এসআরও নং-১৯১-আইন/২০০৮/৪৯৩-মূসক, তারিখ ঃ ২৯/০৬/২০০৮ খ্রিঃ অনুযায়ী সেবার কোড S০২৫.০০ এর আওতায় ওয়াসা কর্তৃক প্রদত্ত সেবার বিনিময়ে প্রাপ্ত অর্থের (বিলের) উপর ১৫% হারে মূসক আদায়যোগ্য। ঢাকা ওয়াসা কর্তৃক ২০০৯-১০ অর্থ বছরে পানি ও পয়ঃপ্রণালী বাবদ সর্বমোট প্রাপ্তি ৪৩৪,৩৫,৭০,৪০৫/- টাকা। উক্ত টাকার ১৫% হিসেবে মূসক বাবদ জমাযোগ্য ৬৫,১৫,৩৫,৫৬১/- টাকা। কিন্তু LTU-VAT কর্তৃপক্ষ কর্তৃক Critical বিবরণীতে (২৬ কলাম সম্বলিত রাজস্ব আদায় বিবরণী) মূসক প্রাপ্তি দেখানো হয়েছে ৪৩,০০,০০,০০০/- টাকা। অর্থাৎ বার্ষিক হিসাব বিবরণী অনুযায়ী (৬৫,১৫,৩৫,৫৬১ - ৪৩,০০,০০,০০০) = ২২,১৫,৩৫,৫৬১/- টাকা ট্রেজারীতে কম জমা করা হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের পত্র নং-০৮.৩৭.০০১.১২.০০.০২১.২০১০-২৫৪, তারিখঃ ২৯/০১/২০১৩ খ্রিঃ এর মাধ্যমে জানানো হয় যে, টাকা আদায়ের লক্ষ্যে মূল্য সংযোজন কর আইনের ধারা ৫৫(১) অনুযায়ী দাবীনামা সম্বলিত কারণ দর্শানোর নোটিশ জারী করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষকে ১০ কার্যদিবসের মধ্যে অর্থ পরিশোধ করে দালিলিক প্রমাণক অথবা ভিন্নতর বক্তব্য থাকলে তা দাখিলের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব স্বীকৃতিমূলক বিধায় আপত্তিকৃত অর্থ দ্রুত আদায় করা আবশ্যক।
- আপত্তিটিকে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে ২৮/০৯/১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ ইস্যু করা হয়। পরবর্তীতে ০৪/১১/১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৩/০১/১৩ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা সত্ত্বেও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ ঃ

- উক্ত অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত অর্থ আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং ১৪॥

শিরোনাম ঃ **কর্তনকৃত এক্সাইজ ডিউটি এন্ড ডেভেলপমেন্ট সারচার্জ এবং আদায়কৃত যমুনা ব্রিজ সারচার্জ সরকারি কোষাগারে জমা না করায় ১,৩০,৫৫,০০০/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ বৃহৎ করদাতা ইউনিট, মূল্য সংযোজন কর (এলটিইউ-ভ্যাট), ঢাকা কার্যালয়ের ২০০৮-১০ সনের হিসাব নিরীক্ষায় মেসার্স ন্যাশনাল টিউবস লিঃ, নিবন্ধন নং-৫১২১০০০৩৩০ এর দাখিলপত্র (মূসক-১৯) এবং নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, কর্তনকৃত এক্সাইজ ডিউটি এন্ড ডেভেলপমেন্ট সারচার্জ এবং আদায়কৃত যমুনা ব্রিজ সারচার্জ সরকারি কোষাগারে জমা না করায় ১,৩০,৫৫,০০০/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট "ঢ" তে দেয়া হলো।

অনিয়মের কারণ ঃ মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা-১৯৯১ এর বিধি ২৩ এর উপ বিধি (১) মোতাবেক সরকারি পাওনা সংশ্লিষ্ট কর মেয়াদে সরকারি কোষাগারে জমা করতে হবে মর্মে নির্দেশ থাকলেও এখানে তা প্রতিপালন করা হয়নি। যা মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৩৭ এর উপধারা (৩) এর পরিপন্থী।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের পত্র নং-০৮.৩৭.০০১.১২.০০.০২১.২০১০-২৫৪, তারিখঃ ২৯/০১/২০১৩ খ্রিঃ এর মাধ্যমে আপত্তির সাথে একমত পোষণ করা হয়েছে এবং প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ বরাবর চূড়ান্ত দাবীনামা জারী করা হয়েছে মর্মে জানানো হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব স্বীকৃতিমূলক বিধায় আপত্তিকৃত অর্থ দ্রুত আদায় করা আবশ্যক।
- আপত্তিটিকে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে ২৮/০৯/২০১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ ইস্যু করা হয়। পরবর্তীতে ০৪/১১/২০১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৩/০১/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র প্রেরণ করা সত্ত্বেও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ ঃ

- উক্ত অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত অর্থ আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং- ১৫ ॥

শিরোনাম ঃ **ব্যাংক কর্তৃক কর অব্যাহতি আয় বেশী প্রদর্শনপূর্বক মূসক পরিহার করায় ৭১,৩১,৭৭০/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ বৃহৎ করদাতা ইউনিট, মূল্য সংযোজন কর (এলটিইউ-ভ্যাট), ঢাকা কার্যালয়ের ২০০৮-১০ অর্থ বছরের নিরীক্ষায় পূবালী ব্যাংক লিঃ এর ২০০৯ ও ২০১০ আয় বৎসরের (পঞ্জিকা বর্ষ) নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী, দাখিলপত্র (মূসক-১৯) পর্যালোচনা করে কমিশন, ফিস্ ও চার্জেস খাতে মূসক কম প্রদানের বিষয়ে প্রাথমিক অডিট আপত্তি ইস্যু করা হয়। উক্ত ইস্যুকৃত প্রাথমিক অডিট আপত্তির প্রেক্ষিতে Seen & Discuss সভায় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উপস্থাপিত জবাবে ২০১০ সনের কর অব্যাহতি আয় প্রদর্শিত হয় ৩৭,৫২,১৭,৮১৬/- টাকা। অথচ ২০১০ সনের দাখিলপত্রে কর অব্যাহতি আয় প্রদর্শন করা হয় ৪২,২৭,৬২,৯৪৮/- টাকা। এক্ষেত্রে Seen & Discuss সভায় উপস্থাপিত তথ্যাদি ও দলিলাদির আলোকে দেখা যায় দাখিলপত্রে (৪২,২৭,৬২,৯৪৮ - ৩৭,৫২,১৭,৮১৬)= ৪,৭৫,৪৫,১৩২/- টাকা কর অব্যাহতি আয় বেশী প্রদর্শিত হয়েছে। ফলে ৪,৭৫,৪৫,১৩২/- এর ১৫% হারে = ৭১,৩১,৭৭০/- টাকা মূল্য সংযোজন কর কম প্রদান করা হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট "ঢ-১"তে দেয়া হলো।

অনিয়মের কারণ ঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এস আর ও নং-১৯৭-আইন/২০০৮/৪৯৯-মূসক, তারিখঃ ২৯/৬/০৮খ্রিঃ অনুযায়ী ব্যাংকিং সেবায় নিয়োজিত কোন কোম্পানি সেবার বিনিময়ে প্রাপ্ত কমিশন, ফিস্, চার্জ ইত্যাদির উপর ১৫% মূসক আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করার বিধান রয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের পত্র নং-০৮.৩৭.০০১.১২.০০.০২১.২০১০-২৫৪, তারিখঃ ২৯/০১/২০১৩ খ্রিঃ এর মাধ্যমে জানানো হয় যে, রপ্তানি ও আন্তঃ অফিস লেনদেন হতে আয় ছিল যা কর মুক্ত।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব সন্তোষজনক নয়। Seen & Discuss সভায় উপস্থাপিত তথ্যাদি ও দলিলাদির আলোকে দেখা যায় যে, রপ্তানি ও আন্তঃ অফিস লেনদেন হতে করমুক্ত আয় যা প্রদর্শন করা হয়েছে মূসক কার্যালয়ে পেশকৃত দাখিলপত্রে অতিরিক্ত ৪,৭৫,৪৫,১৩২/- টাকা কর অব্যাহতি আয় বেশী প্রদর্শন করায় আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করা আবশ্যক।
- আপত্তিটিকে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ২৮/০৯/১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ ইস্যু করা হয়। পরবর্তীতে ০৪/১১/১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৩/০১/১৩ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা সত্ত্বেও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ ঃ

- উক্ত অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত অর্থ আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

তথ্যাবলী

অনুচ্ছেদ নং- ১৬।

শিরোনাম	ঃ	**৪২ টি প্রতিষ্ঠানের রেকর্ডপত্র নিরীক্ষায় উপস্থাপন করা হয়নি।**
বিবরণ	ঃ	বৃহৎ করদাতা ইউনিট, মূল্য সংযোজন কর(এলটিইউ-ভ্যাট), ঢাকা কার্যালয়ের ২০০৭-২০১০ অর্থ বৎসরের বিশেষ নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে, ২০০৮-১০ সনে বৃহৎ করদাতা ইউনিট, ঢাকা কার্যালয়ে নিবন্ধিত সর্বমোট ১৬৫টি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তন্মধ্যে নিরীক্ষা দল কর্তৃক প্রথম পর্যায়ে ৩৬টি এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে ৬৬টি সর্বমোট (৩৬+৬৬)= ১০২টি প্রতিষ্ঠানের নিরীক্ষাযোগ্য রেকর্ডপত্র মূসক-১, মূসক-১৬, ১৭, ১৮ এবং ১৯ উপস্থাপন করার জন্য চাহিদাপত্র দেয়া হয়, যা নিরীক্ষাযোগ্য প্রতিষ্ঠানের ৬১.৮২%। আলোচ্য ১০২টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৬৫টি প্রতিষ্ঠানের রেকর্ডপত্র নিরীক্ষা দলের নিকট উপস্থাপন করা হয়, যা নিরীক্ষা নমুনায়নের (চাহিদার) ৬৪% এবং নিরীক্ষাযোগ্য ইউনিটের ৩৯%। অবশিষ্ট (১০২-৬৫)= ৩৭টি প্রতিষ্ঠানের নিরীক্ষাযোগ্য রেকর্ডপত্র উপস্থাপনের জন্য বারবার লিখিত এবং মৌখিকভাবে অনুরোধ করা সত্ত্বেও তা উপস্থাপন করা হয় নি। অপরদিকে ২০০৭-২০০৮ অর্থ বছরের নিরীক্ষাকালে ৫টি প্রতিষ্ঠানের নিরীক্ষাযোগ্য রেকর্ডপত্র উপস্থাপনের জন্য বারবার লিখিত এবং মৌখিকভাবে তাগিদ দেয়া সত্ত্বেও তা উপস্থাপন করা হয়নি। ফলে উল্লিখিত সময়ে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানসমূহের গৃহীত রেয়াত, প্রকৃত উৎপাদন এবং প্রদানকৃত শুল্ক এর সঠিকতা নিরূপণ করা সম্ভব হয়নি। বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট "ণ" তে দেয়া হলো।
অনিয়মের কারণ	ঃ	কাস্টমস এ্যাক্ট ১৯৬৯ এবং মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৩১, ৩৪ এবং ৯ম জাতীয় সংসদের সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৫৬তম বৈঠকের কার্য বিবরণীর অনুচ্ছেদ ৬.১.১০ অনুযায়ী সংবিধানের ১২৮ অনুচ্ছেদ সরকারের/রাষ্ট্রের সকল কর্তৃপক্ষ তাদের আওতাধীন যাবতীয় হিসাব সংবিধান অনুযায়ী মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কাছে উপস্থাপন করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে।
অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব	ঃ	নিরীক্ষা জিজ্ঞাসাপত্র ইস্যু করা হলে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জানান যে, ৪২টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৮টি প্রতিষ্ঠানকে ইউনিক সিমেন্ট ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ, প্রাইম ব্যাংক লিঃ, রূপসী বাংলা হোটেল, চায়না বাংলা সিরামিক্স ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ, রেডিসন ওয়ার্টার গার্ডেন হোটেল, ইন্টারন্যাশনাল টেলিভিশন চ্যানেল লিঃ (NTV), ইবনে সিনা ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাঃ লিঃ কে ১১/০১/২০১২ খ্রিঃ তারিখে পত্র দেয়া হয়। অদ্যাবধি প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে কোন জবাব পাওয়া যায়নি।
নিরীক্ষা মন্তব্য	ঃ	জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার প্রেক্ষিতে জরুরী ভিত্তিতে রেকর্ডপত্র দাখিল করা আবশ্যক ছিল। এতে নিরীক্ষাকে অসহযোগিতা প্রদান সহ নিরীক্ষা কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়েছে। আপত্তিটিকে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ২০০৭-০৮ এবং ২০০৮-১০ সনের নিরীক্ষার উপর যথাক্রমে ০৫/০৭/২০১০ এবং ২৮/০৯/২০১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ ইস্যু করা হয়। পরবর্তীতে ২২/০৯/২০১০ এবং ০৪/১১/২০১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৭/১২/২০১০ এবং ০৩/০১/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা সত্ত্বেও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।
নিরীক্ষা সুপারিশ	ঃ	নিরীক্ষা দলের চাহিদা অনুযায়ী নিরীক্ষাযোগ্য নথিপত্র উপস্থাপন না করায় বর্ণিত প্রতিষ্ঠানসমূহের গৃহীত রেয়াত, প্রকৃত উৎপাদন এবং প্রদানকৃত শুল্ক এর সঠিকতা নিরূপণ করা সম্ভব হয়নি। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নিরীক্ষা কাজে অসহযোগিতার জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করে আলোচ্য প্রয়োজনীয় দলিলাদি পরবর্তী নিরীক্ষায় সরবরাহ নিশ্চিত করে নিরীক্ষা কার্যালয়কে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

স্বাক্ষরিত

(মোঃ জাকির হোসেন খোন্দকার)
মহাপরিচালক
ফোন-৮৩১৪২১৮

বাঃসঃমুঃ-২০১৫/১৬-৪২৮৯কম/এ—৭৫০ বই, ২০১৬।